অভিজাত

এম·পি
প্রোডাকসন্সের ছবি

এম, পি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

আভিজাত্য

কাহিনী ও গান : **শৈলেন রায়**

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : **সুকুমার দাশগুপ্ত**

সুর : **রবীন চ্যাটার্জ্জী**

চিত্রগ্রহণ : সুশান্ত মৈত্র

শব্দধারণ : যতীন দত্ত

ব্যবস্থাপনা : তারক পাল

সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী

শিল্প নির্দ্দেশ : তারক বসু

রূপসজ্জা : বসির, মুন্সী, রমেশ

আলোকসম্পাত : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নন্দ মল্লিক

প্রধান চিত্র শিল্পী : **বিভূতি লাহা**

কর্ম্ম সচিব : **বিমল ঘোষ**

সহকারীগণ

পরিচালনায় :
বিভূতি চক্রবর্ত্তী, রমেন মুখার্জ্জী

চিত্রগ্রহণে : সাধন রায়

শব্দধারণে :
জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
অনিল তালুকদার, শম্ভু ঘোষ

সঙ্গীতে :
উমাপতি শীল

শিল্প-নির্দ্দেশে :
সুধীর খান

ব্যবস্থাপনায়
পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জী, সুবোধ পাল

চিত্রপরিস্ফুটন : ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরী

স্থিরচিত্রগ্রহণ : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশক :

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

কাহিনী

কথায় বলে সাপের মধ্যে কেউটে আর শত্রুর মধ্যে জ্ঞাতি।

সোমনাথ আর শিবনাথদের দুই জ্ঞাতি-সরিকদের বেলায়ও তাই। নানা বিরোধ তো অহরহ লেগেই আছে—তা'র ওপরে আদালতে দীর্ঘ দিনের বৈরাগীর খালের মামলায় হার হ'লেও বড়ো তরফ সোমনাথ বললেন—বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী তিনি শিবনাথকে ছাড়বেন না। আবার লাগলো লাঠালাঠি। এবারেও সোমনাথের হার হ'লো। বিদ্বেষ আর অপমানের আগুন তাঁর মনে দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো—আর তা'তে যথারীতি ইন্ধন যোগাতে লাগলো তাঁর কুচক্রী পান্নালাল। সে একাধারে তাঁর পরিষদ আর কর্ম্মচারী।

সোমনাথ অপুত্রক—স্ত্রী তাঁর বহুদিন গত হ'য়েছেন। ছোটো তরফ শিবনাথের আছেন স্ত্রী মৃণ্ময়ী আর দুই ছেলে, বাণীকণ্ঠ আর নীলকণ্ঠ। মৃণ্ময়ীর ভালো লাগে না এ ভ্রাতৃ-বিরোধ। তা' ছাড়া এ মিথ্যা আভিজাত্যের লড়াইয়ে শিবনাথ আজ অন্ধের মতোই সর্ব্বনাশের পথে ছুটে চলেছেন। তাই মৃণ্ময়ী কেঁদে বলেন—'বৃহস্পতি যে একে একে তোমার সবই গ্রাস করে বসলো!' বৃহস্পতি এই গ্রামেরই বিখ্যাত মহাজন আর কুখ্যাত কুশীদজীবি।

পান্নালালের এ সুযোগ নিতে দেরী হয় না। বৃহস্পতিকে সে হাত করে ফেললো। হাজার বিঘে জমি পত্তনির লোভে শিবনাথের রেহানি খতগুলি সে সোমনাথের কাছে বিক্রি ক'রে দিলো। এবারে সোমনাথের প্রতিশোধ নেবার পালা।

একদিন এলো শিবনাথের নিমন্ত্রণ বড়ো তরফের ঘরে। মৃণ্ময়ীর শত বাধা সত্ত্বেও শিবনাথ গেলেন সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সেখানে বিরাট সামিয়ানার তলায় ছোটো তরফের নামে সুরু হ'লো খেউড় গান। শিবনাথ অপরিসীম

ধৈর্য্যের সঙ্গে সমস্ত বিদ্রূপ আর অপমান নীরবে সহ্য করছিলেন—কিন্তু ঘটলো এক অঘটন। শিবনাথের ছোটো ছেলে নীলকণ্ঠ কোথা থেকে এসে দিলে লাঠির ঘায়ে খেউড়ওয়ালার মাথা ফাটিয়ে।

বাড়ীতে বাপের কাছে তার লাঞ্ছনার অবধি রইলো না। কিন্তু পিঠের চামড়া ছিঁড়ে গেলেও মন থেকে তেজ তার উবে যাবার নয়। খেলারসাথী গৌরী আর বিশ্বনাথের কাছেও সে বাহাদুরী নিতে ছাড়লো না।

তারপর সোমনাথ একে একে রেহানি দলিলগুলির ডিক্রী নিতে লাগলেন। দেনার দায়ে শিবনাথ সর্ব্বস্বান্ত হ'লেন। একমাত্র ভদ্রাসনটুকু ছাড়া সব কিছুই বিকিয়ে গেলো।

বিপদ একা আসে না। বাণীকণ্ঠের হ'লো ভীষণ অসুখ। মৃণ্ময়ীর সোনার শাঁখা জোড়া বিক্রী ক'রে কোনো রকমে চিকিৎসার দশটি টাকা জোগাড় করলেন—আর শিবনাথ আভিজাত্যের অহঙ্কারে সেগুলি এক প্রার্থীকে দান ক'রে বসলেন। শেষে তা'কে ওষুধপত্র জোটাতে হ'লো গোপনে শেষ-সম্বল ভদ্রাসনটুকু খুইয়ে।

এর পর ক'বছর কেটে গেলো। শিবনাথের সংসারেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেলো তা'র মধ্যে। শিবনাথদের এখন বেশীর ভাগ অনাহারে কাটে। বড়ো ছেলে বাণীকণ্ঠ তাঁর চিরশত্রু সোমনাথ চৌধুরীর সেরেস্তায় কাজ নিয়ে পৃথক হয়ে গেছে। নীলকণ্ঠ সারাদিন কাজের চেষ্টায় ঘুরছে। কিন্তু ক'বে যে সে উপার্জ্জন ক'রে খাওয়াবে শিবনাথ আর তার অপেক্ষা করতে পারেন না। ক্ষুধার জ্বালায় ন্যায়-অন্যায়ের গণ্ডি হারিয়ে তিনি হঠাৎ একদিন চুরি ক'রে বসলেন। নীলকণ্ঠ বাপকে বাঁচাতে চুরির দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে কারা-বরণ করলো। প্রকৃত ঘটনা কেউ জানলো না। শুধু মৃণ্ময়ী নীরবে কাঁদলেন—

আর কাঁদলো গৌরী। গৌরী আর নীলকণ্ঠ পরস্পরকে ভালবাসে।

কারামুক্তির পর নীলকণ্ঠ আর বাড়ী ফিরলো না। শিবনাথ এতোদিন গোপনে গুমরে মরছিলেন—এ আঘাত সহ্য করবার মতো শক্তি তাঁর আর ছিলো না। মরবার আগে মৃণ্ময়ী আর গৌরীর কাছে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার ক'রে গেলেন।

তারপরে কালের চাকা আরো অনেকখানি ঘুরে গেছে। নীলকণ্ঠ এখন বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী পিনাকীভূষণ চ্যাটার্জ্জীর ফার্ম্মে কাজ করে। অল্পদিনের মধ্যে সততা, অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের গুণে সে পিনাকীভূষণের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ আর বিশেষ প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছে। তাঁর একমাত্র মেয়ে মনীষারও সে অন্তরের অনেকখানি অগোচরে দখল ক'রে বসেছে।

এদিকে স্ত্রী সাবিত্রীর অনুনয়ে আর মনিব সোমনাথ চৌধুরীর হুকুমে বাণীকণ্ঠ মায়ের দেখাশোনা করার জন্য ফিরে এসেছে। পান্নালালের মেয়ে হ'লেও সাবিত্রী বড়ো ভাল মেয়ে।

বাণীকণ্ঠের এখানে এসে সুবিধেই হোলো। নীলকণ্ঠ মৃণ্ময়ীকে প্রতি মাসে টাকা পাঠায়। বাণীকণ্ঠ সেগুলি আত্মসাৎ করতে থাকলো আর তার চিঠিগুলি গোপন ক'রে মা'র সম্বন্ধে তাকে মিথ্যে খবর পাঠাতে লাগলো। দেখাশোনার বদলে মৃণ্ময়ীর ওপরে বাণীকণ্ঠের অত্যাচার বেড়েই চললো। একদিন মাত্রা অতিক্রম ক'রতে তিনি এক অনাথাশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তখন পান্নালালের প্ররোচনায় আর নীলকণ্ঠের টাকায় বাণীকণ্ঠ বাড়ী করতে সুরু ক'রে দিলো।

এই টাকা আসার ব্যাপারে বাণীকণ্ঠের লুকোচুরিতে কিন্তু সাবিত্রীর সন্দেহ হয়। নিজে সে নিরক্ষরা—তাই একদিন গোপনে একগাদা চিঠি সে গৌরীর কাছেই পড়াতে নিয়ে গেলো। এগুলি মা'কে লেখা নীলকণ্ঠের চিঠি।

স্বামীর আভিজাত্যের অভিশাপে অনাথাশ্রমে পরিত্যক্তা মৃণ্ময়ী তখন জীর্ণ শয্যায় ভাবছেন নীলকণ্ঠও বুঝি তাঁকে ভুলে গেছে!

সঙ্গীতাংশ

চঞ্চল চৈত্র দিনে
কে জাগালো স্বপ্ন আমার—
মন আমার খুঁজে নাহি পাই গো—
মন আমার নহে যেন আপনার !

রামধনু রাঙা ঐ আকাশে
চঞ্চল বলাকার পাখা সে—
দোসর সে হতে চায় চামেলি ও চম্পার—
মন আমার নহে যেন আপনার !

মন আমার কৈশোর খেলাঘর—
দূর থেকে শোনা যায়
যৌবন জলধির কলস্বর !

সে যেন গো স্বর্ণের ঝর্ণায়
ভেসে চলে স্বপনের বন্যায়—
অকারণ পুলকের কঙ্কণ ঝঙ্কার—
মন আমার নহে যেন আপনার !

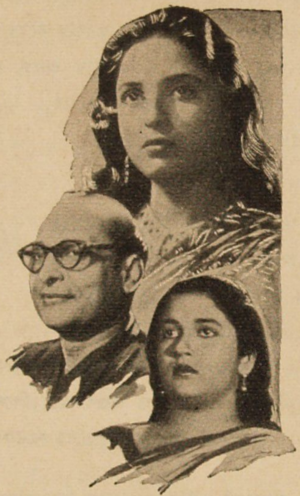

আজি নব ফাল্গুন রাতে
কিংশুক মঞ্জরী হাতে
কে দুলিবি ফুলের দোলায়—
আয়, আয়, আয় !

জনম মরণ আজি দোলে
এ দোলায় পরাণ ভোলে—
হৃদয়ের তালে তালে দুলি গো

বনছায় কে বাঁশী বাজায়—আয়, আয়, আয় !
আজি মোর গানখানি নিয়া
ডাকে পাপিয়া যে পিয়া, পিয়া, পিয়া—
দোলা লাগে কবরী-চাঁপায়—
আয়, আয়, আয় !

কান্না-হাঁসির ঝুলনায়
মিলন-বিরহ দুলে যায়—
দোলে চাঁদ—(আহা দোলে চাঁদ)
আর মেঘ দোলে রে—
কাঁটা-ল'য়ে ফুল দোলে হায়—আয়, আয়, আয় !

* * *

ছোটো তরফের ঘোড়া—
আহা তিন ঠ্যাং তার খোঁড়া।

কলি যুগের পক্ষীরাজ—নেই কো মোটে ডানা,
(এ যে) আঁতুর ঘরে পেঁচোয় পাওয়া
রাম ছাগলের ছানা।

এ ঘোড়া ডিম পাড়ে ভাই
হাঁস-মুরগী হার মানে তাই।

মরি রে যেমন ঘোড়া
তেমনি রে ভাই তেমনি সোয়ার—
গোঁ ধ'রে ভাই কিনলো ঘোড়া এমনি গোঁয়ার—
শিব চন্দর এমনি গোঁয়ার !

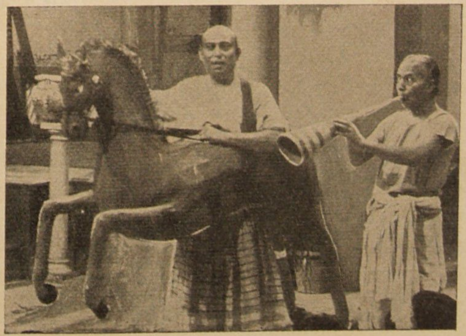

রূপায়ণে

ছায়া দেবী
অনুভা গুপ্তা
মীরা মিশ্র
অলকা দেবী
সুহাসিনী
নমিতা চ্যাটার্জ্জী

অহীন্দ্র চৌধুরী
জহর গাঙ্গুলী
কমল মিত্র
বিকাশ রায়
বিজয় বসু
হরিধন মুখোঃ

তুলসী চক্রবর্ত্তী
কুমার মিত্র
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবশঙ্কর
মাষ্টার শম্ভু
মাষ্টার দিলীপ
মাষ্টার বিমল

এম, পি, প্রোডাকসন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—৵০ আনা